226560 - পুরুষদেরে সাথে মহিলাদেরে একই হলরুমে শিক্ষামূলক সেমিনারে উপস্থিতি হওয়া

প্রশ্ন

প্রশ্ন: সেমিনার হলরুমে যেখানে শিক্ষামূলক সেমিনারেরে আয়োজন করা হয় সেখানে হলরুমেরে পেছনেরে অংশে পুরুষদেরে থেকে কোন আড়াল ছাড়া নারীদেরে বসানো কি জায়েয? উল্লেখ্য, আমরা যদি আড়াল দেই তাহলে মহিলারা অনুষ্ঠানমালা দেখতে পাবে না। নাকি নারীদেরকে আলাদা হলরুমে বসানো ফরজ; যেখানে বসে টিভি সম্প্রচারেরে মাধ্যমে তারা অনুষ্ঠানমালা দেখতে পারবে?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।.

আলহামদুলিল্লাহ।

যদি এ সেমিনার শরয়ি সেমিনার হয় কিংবা দরকারী শিক্ষামূলক সেমিনার হয় এবং নারীরা পরিপূর্ণ শরয়ি পর্দা পরিধান করে সেমিনারে আসে, নারী-পুরুষেরে মেশামেশি না থাকে, এগুলো ছাড়াও অন্য কোন শরিয়ত বিরোধী বিষয় না থাকে, পুরুষেরা সামনেরে সারিগুলোতে বসে, তাদেরে পিছনে কিছু জায়গা ফাঁকা রেখে মহিলারা হিজাব সহকারে বসে এবং সকলে মিলে কল্যাণকর কোন আলোচনা শুনে, নারী-পুরুষেরে মিশ্রণ না ঘটে, কিংবা মহিলারা উচ্চস্বর না করে তাহলে এতে কোন অসুবিধা নেই; যদিও পুরুষ ও নারীদেরে মাঝে কোন আড়াল না থাকে তবুও। আমরা 129693 নং প্রশ্নোত্তরে এ বিষয়টি আলোচনা করেছি।

শাইখ বিন বায (রহঃ) কে জিজ্ঞেসে করা হয়েছিল:

আমাদেরে একটি মসজিদ রয়েছে। মসজিদেরে একটি অংশকে দেয়াল দিয়ে পুরুষদেরে নামাযেরে জায়গা থেকে আলাদা করে মহিলাদেরে নামাযেরে জায়গা করা হয়েছে। মহিলারা ইমাম ও শিক্ষকেরে কথা শুনার জন্য মহিলাদেরে অংশে সাউন্ড বক্স দেয়া আছে। এক লোক এ দেয়ালটি ভেঙ্গে ফেলার উদ্যোগ নিয়েছেন। তার দলিল হচ্ছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামেরে হাদিস, “প্রথমে পুরুষেরা কাতার করবে, তারপর শিশুরা কাতার করবে, তারপর মহিলারা কাতার করবে”। এ ইস্যু নিয়ে চরম মতানৈক্য সৃষ্টি হয়েছে। এ ব্যাপারে আপনাদেরে দিকনির্দেশনা কি?

জবাবে তিনি বলেন: এর কোনটিতে কোন অসুবিধা নেই। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামেরে যামানায় মহিলারা পুরুষেরে

সাথে পুরুষের পেছনে নামায আদায় করত; সেখানে কোন দেয়াল, কিংবা অন্য কিছুর আড়াল ছিল না। মহিলারা পুরুষদের সাথে মসজিদের পেছনের অংশে নামায আদায় করত। সহিহ হাদিসে এসেছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, “পুরুষদের সর্বোত্তম কাতার হচ্ছে- সামনের কাতার; আর সবচেয়ে অনুত্তম কাতার হচ্ছে- পেছনের কাতার। পক্ষান্তরে, নারীদের সর্বোত্তম কাতার হচ্ছে- পেছনের কাতার এবং সবচেয়ে অনুত্তম কাতার হচ্ছে- সামনের কাতার।” কারণ মহিলাদের সামনের কাতার পুরুষদের নিকটবর্তী। সুতরাং নারীরা যদি মসজিদের শেষ অংশে পুরুষদের পেছনে পর্দাসহ নামায আদায় করে তাতে কোন অসুবিধা। কোন দেয়াল বা অন্য কোন আড়ালের প্রয়োজন নেই।

আর যদি দেয়াল দেয়া হয়, কিংবা পর্দা টানানো হয় যাতে করে মহিলারা মুখ খুলে আরামের সাথে নামাযের স্থানে থাকতে পারে এবং মাইকের মাধ্যমে শুনতে পারে কিংবা মাইক ছাড়া ইমাম তাদেরকে শুনানোর ব্যবস্থা করেন তাতেও কোন অসুবিধা নেই। আলহামদুলিল্লাহ, এ বিষয়টি প্রশস্ত; একে সংকীর্ণ করার কিছু নেই। আর যদি রেলিং দেয়া হয় যাতে করে মহিলারা ইমাম ও মোক্তাদিদেরকে দেখতে পায়, তাদের কথা শুনতে পায় তাতেও কোন অসুবিধা নেই। বিষয়টি প্রশস্ত; সুতরাং এ বিষয়ে কড়াকড়ি আরোপ করার কিছু নেই। দেয়াল দেয়া হোক, কিংবা রেলিং দেয়া হোক, কিংবা পর্দা দেয়া হোক, কিংবা কোন কিছু না দেয়া হোক সবকিছু জায়েয; রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যামানায় কোন দেয়াল বা অন্য কিছুর আড়াল ছিল না; তারা মানুষের সাথে পুরুষদের পেছনে নামায আদায় করত।[নুরুন আলাদ দারব (১২/২৬৭-২৬৯) সমাপ্ত]

আল্লাহই ভাল জানেন।